বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জয় বাংলা

আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনগণের প্রতীক

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৫২ (সাপ্তাহিক) • ৯ এপ্রিল ২০২১ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২১ • ২৬ চৈত্র ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 52 (Weekly) • 9 APRIL, 2021 – 15 APRIL, 2021 • Friday • Rs. 3.

ভোটের লাইনে গণহত্যা

অমিত শাহই দায়ী, ইস্তফা দিন : মমতা

চার নিরীহ গ্রামবাসী গুলিতে ঝাঁজরা, পরিকল্পিত হত্যা আরও এক

বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠল বাংলা

বুলেটের জবাব দিন ভোটে

আবেদন জননেত্রীর

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে ‘গণহত্যা’ করানো হল। কোচবিহারের শীতলকুচির নিরীহ চার তরতাজা প্রাণ ঝরে গেল ভোটের ডিউটিতে ভিন রাজ্য থেকে আসা সিআইএসএফ-এর জওয়ানদের গুলিতে। ভোটের দিন এই নজিরবিহীন, মর্মান্তিক ঘটনা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশ হতেই হুহু করে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার মানুষের রোষ। বহিরাগতদের দিয়ে বাংলাকে আক্রমণ করা যে সহজ হবে না, বুঝিয়ে দিল সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন বিভিন্ন মহলের বিশিষ্টরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে আক্রমণ হেনেছেন দিল্লির এই দমন করার নীতির বিরুদ্ধে। আর তাই নিথর দেহগুলি গ্রামে ফিরতেই চোখের জলে শোকের ভাষা বদলে গিয়েছে প্রতিবাদের আগুনে।

শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের আওতাধীন মাথাভাঙার জোড়পাটকি এলাকার ১২৬ নম্বর বুথ সংলগ্ন এলাকা রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ভোটের দিন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় চারজনের। মৃত ওই চার যুবক প্রত্যেকেই তৃণমূলের সমর্থক-কর্মী। গুলিবিদ্ধ চার জনের মধ্যে দু’জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। বাকি দু’জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। বাহিনীর পক্ষ থেকেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল। মৃতরা হলেন সামিউল মিয়া (২১), হামিদুল মিয়া (২২), মনিরুজ্জামান মিয়া (২৩) এবং নুর আলম মিয়া (২২)। কোচবিহারে শীতলকুচিতেই মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের। জীবনে প্রথমবারের জন্য ভোট দিতে গিয়ে শীতলকুচির পাঠানটুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। তৃণমূলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, “নির্বাচন কমিশন ন্যক্কারজনকভাবে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিজের গরিমা নষ্ট করেছে। তারপরও মানুষ তাদের সঙ্গে আছে।”

সামিউল মিয়ার দিদি হানফুজা খাতুন যেমন বলেছেন তাতেই পরিষ্কার কীভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুলি চালনা হয়েছে। গুলি চলেনি পায়ের নিচের দিকে। বরং প্রাণ কাড়তেই গুলি চালানো হয়েছে বুকের উপর। হানফুজা বলেছেন, “গুলির আওয়াজ কানে আসতেই শিউরে উঠেছিলাম। কিন্তু তখনও বুঝিনি, আমাদের কত বড় সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে! সকালে বাবা, মা-র সঙ্গে আমার দুই ভাই বুথে গিয়েছিল। ওরা তো এবার নতুন ভোটার। তাই ভোট দেওয়া নিয়ে খুব উৎসাহী ছিল ওরা। কিন্তু সেই ভোট দিতে গিয়ে যে এভাবে বড় ভাইয়ের প্রাণটাই চলে যাবে, কল্পনাতেও ছিল না। গুলির আওয়াজ শুনেই দুই ভাইকে পরপর ফোন করি। কিন্তু ওরা কেউ ফোন তুলল না। তখনই যেন মনটা কু গেয়ে উঠল। আর ছুটে গিয়ে জানলাম, বড় ভাই আর নেই। বিশ্বাস করুন, আমার দুই ভাই রাজনীতির কিচ্ছু জানে না। বড় ভাই হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। ছোট ভাই এবার পরীক্ষা দেবে। আমরা গরিব মানুষ, বড় ভাই তাই কমপিউটারের দোকানে কাজ করত।”

এই নিতান্ত নিরীহ মানুষগুলোর ‘অপরাধ’ ছিল ভোট দিতে যাওয়া। গণতন্ত্রে কেন্দ্রের শাসক দলের শোষণনীতির প্রতিবাদ করছিলেন ওই এলাকার মানুষগুলো। যে স্কুলের ক্লাসরুম শিখিয়েছিল, ‘প্রতিবাদ জরুরি’, সেই আমতলি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সামনেই তো লুটিয়ে পড়েছিল চারটি দেহ। তাই রবিবারের বারবেলায় দেহগুলি এল, সেখানে কয়েক হাজার মানুষ। আবেগ কখনও আইন মানে? রাজনৈতিক নেতাদের প্রবেশ বা বিশাল জমায়েতের যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল তা, ধুয়ে গেল আগুন-জলে।

জোড়পাটকির গ্রামে আসার পর নিথর মনিরুজ্জামানের দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন মা মমতাবিবি। সদ্য স্বামীহারা রোহিনা খাতুন ৪৫ দিনের ছেলে কোলে তখন জ্ঞান হারাচ্ছেন বারবার। একরত্তি সেই দুধের শিশুকে দেখতেও বাড়ি আসা হয়নি গ্যাংটক প্রবাসী পরিযায়ী শ্রমিক মনিরুজ্জামানের। ভোট দিতে এসেই সন্তানের মুখ দেখেছিলেন তিনি। মাত্র কয়েকদিনের মাথায় ভোটের লাইনেই গুলিতে প্রাণ গেল মনিরুজ্জামান মিয়ার। ২৪ ঘণ্টা আগে যে বুথ চত্বর কেঁপে উঠেছিল পরপর গুলির শব্দে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বুলেটে কার্যত রক্তস্নাত সেই শিক্ষাকেন্দ্র প্রাঙ্গণেই রবিবার সকালে মনিরুজ্জামানদের দেহ ঘিরে মুহুর্মুহু উঠছিল কান্নার রোল। সামিউল মিয়া, হামিদুল মিয়া, মনিরুজ্জামান মিয়া ও নুরে আলমকে শেষবার দেখতে যেন ভেঙে পড়েছিল গোটা গ্রাম। স্বজন হারিয়ে যখন অঝোরে কাঁদছেন রোহিনারা, তখন মাথাভাঙার জোড়পাটকির সেই জমায়েতও ভেসেছে চোখের জলে। আবার জলভরা চোখে সেই স্বজনদের সুরেই সরব হয়েছে, “বাহিনীর এই কাজের বিচার চাই।”

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা নিরীহ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এ যেন জালিয়ানওয়ালাবাগ! তাঁদের মধ্যে আবার দু’জন নতুন ভোটার হয়েছেন। ভোট দিতে এসে ঝাঁজরা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন চারজন। আর কমিশন সাফাই দিল, আত্মরক্ষায় গুলি। অথচ একজন জওয়ানও আহত নয়। কাদের নির্দেশে হচ্ছে এসব? প্রশ্ন তুললেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর থেকে অমানবিক, দানবিক আর কিছু হতে পারে? বড় গোলমাল থামাতে শূন্যে গুলি চালানো নিয়ম। বড়জোর পায়ে গুলি চালানো যেত। কিন্তু একেবারে বুক লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। বাংলায় এ জিনিস হয়নি। শীতলকুচির ঘটনাকে তাই সুস্পষ্ট পরিকল্পিত গণহত্যা বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করলেন জননেত্রী।

এতবড় ঘটনা ঘটে গেল। অথচ প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে থেকেও একবারও দেখতে গেলেন না। উল্টে উসকানি দিয়ে দায় বাহিনীকে ক্লিনচিট দিয়ে দিলেন। এ তো সমাজের সব থেকে ক্ষতিকর দিক। একজন প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসে এই ধরনের ঘটনার ভয়াবহতা না রুখে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। এদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছিল মানুষ। এ নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। একাধিক সভা থেকে এ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। বলেছেন, পদত্যাগ করুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর কথায়, “অমিত শাহ, আপনার নির্দেশে গুলি চলেছে, এই ঘটনার দায় আপনার। আপনি পদত্যাগ করুন। হেরে যাচ্ছেন বলে গুলি চালাবেন?”

ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকায় গিয়ে হত দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। সেখানেও বাধা দিয়েছে কমিশন। তবে নেত্রী সেখানকার মানুষের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলে তাঁদের সমবেদনা জানান। সব মিলিয়ে সেখানে মারা গিয়েছেন পাঁচজন। সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, শীতলকুচি তিনি নিশ্চয়ই যাবেন। এখানেই থেমে থাকেনি পরিস্থিতি, লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়েছেন সে দলের দুই নেতা। এতদিনে সেইসব ভিডিও ভাইরাল। একজন বলেছেন, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। আরেকজন নেতা বলেছেন, চারজন কেন, আটজনকে মেরে ফেলা উচিত ছিল। আরও এক নেতাকে বলতে শোনা গিয়েছে মানুষের বুকে গুলি চালাতে। এরা সব দেশের নেতা? দেশের এই কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে গোটা রাজ্য ফুঁসে উঠেছে। রাজ্যজুড়ে কালো কাপড় গায়ে চড়িয়ে মৌন মিছিল করে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। যদিও মানুষকে মাথা ঠান্ডা রেখে কোনওরকম উসকানিতে পা না দিয়ে এর জবাব ব্যালটে দেওয়ার আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেত্রী প্রথমেই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করে টুইট করেছেন। আসলে কমিশন এখন দেশের সরকারি দলের কথায় উঠছে, বসছে। তাই নেত্রী বলেছেন, “এমসিসি মানে মডেল কোড অফ কনডাক্ট এখন হয়ে গিয়েছে মোদি কোড অফ কনডাক্ট। বিজেপিকে খুশি করতেই আমায় শীতলকুচি যেতে দেওয়া হয়নি।”

প্রধানমন্ত্রী সমস্ত কিছু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সেই চিত্র স্পষ্ট। নেত্রী নিহতদের একেবারে ঘরের ছবি তুলে এনেছেন। কী দুর্দশা তাঁদের। উত্তরবঙ্গের সভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, “একটু সহানুভূতি নেই বিজেপি নেতাদের। কাকে ক্লিনচিট? প্রধানমন্ত্রীর একটু লজ্জা নেই। ২০-২৫ বছর সব বয়স। ঘরে প্রেগনেন্ট স্ত্রী। রাজমিস্ত্রির কাজ করে। খুবই গরিব পরিবার।”

ঘটনার পর নেত্রীর মন ভেঙে গিয়েছিল। ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছিলেন। বলেওছেন সে কথা। তাঁর কথায়, “ভোটের সভা করতে হয় করছি। এই ঘটনা আমার মন ভেঙে দিয়েছে। ক’দিন আগেই ওদের পার্টির লোকেরা বলছেন বুকে গুলি করে দিতে। তারপর এই ঘটনা। এত বড় গণহত্যা হয়নি।” বস্তুত, গায়ের জোরে যেভাবে হোক, বাংলা দখল করতে চায় বর্গির দল। বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানদের বাধ্য করে সেই কাজ করতে চাইছে। নেত্রী তাই বলেছেন, “কী ভেবেছেন মোদি, অমিত শাহ, জোর করে বাংলা দখল করবেন? গায়ের জোরে যা খুশি হবে। বিজেপি যা বলবে তা-ই হবে। আমি যাতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে না পারি তার জন্য সব বন্ধ করে দেওয়া হল। মানুষকে বলব বুলেটের জবাব ব্যালটে দিন। যে দল গুলি করে লোক মারে তাদের ভোট পাওয়ার অধিকার নেই।”

শীতলকুচিতে নিহত পাঁচ গ্রামবাসীকে শ্রদ্ধা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চালসার জনসভায়।

ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদে তৃণমূল নেতৃত্ব ও বিদ্বজ্জনেরা।

আপনার প্রতীক

জনগণের প্রতীক

জাগো বাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA   Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৫২ (সাপ্তাহিক) • ৯ এপ্রিল ২০২১ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২১ • ২৬ চৈত্র ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 52 (Weekly) • 9 APRIL, 2021 – 15 APRIL, 2021 • Friday • Rs. 3.

চার পর্বেই বিজেপি ধূলিসাৎ

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো: চার দফায় যে ১৩৫টি আসনে ভোট হয়েছে সেখানে বিজেপি কার্যত ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। মনোবল ভেঙে পড়েছে গেরুয়া শিবিরের, তারকা নেতাদের মিটিংয়ে একদম লোক হচ্ছে না। সভায় লোক না হওয়ায় ঝাড়গ্রাম থেকে হুগলি, বাকুঁড়া, পুরুলিয়ায় অনেক সভায়ই বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব স্পষ্ট দাবি করেছেন, ইভিএম খুললে দেখবেন শুধুই জোড়াফুল, সর্বত্রই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় জয়কার। আর নন্দীগ্রামে গোহারা হবেই হবে পদ্মফুল। নন্দীগ্রাম ভোটপর্ব শেষ করে উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী ভাষণে স্বয়ং জননেত্রী বলেছেন,“নন্দীগ্রাম নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে বিজেপি। ভোটের ফল বেরলে তাদের মুখে চুনকালি পড়বে। অনেক বেশি ভোটে প্রতিটি আসনে জিতব আমরা। তৃতীয়বার রাজে সরকার গড়ব আমরাই, কারণ মামুষ আমাদের সঙ্গে আছে।” জঙ্গলমহল থেকে দুই মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার, উত্তরবঙ্গ, টালিগঞ্জ, যাদবপুরের প্রায় সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রেই জোড়াফুলের প্রার্থীরা অনেক বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতবেন বলে আত্মবিশ্বাসী জননেত্রী। চার দফার ভোট নিয়ে বাংলার মা-মাটি-মানুষের সাফ কথা, “কোনও দিনই বাংলা বিজেপি পাবে না। বাংলা ভুলে যাও, দিল্লি গেল বলে। যা করছে সারা পৃথিবী ছি ছি করছে।”

> আমি যদি বাংলার মানুষের মন বুঝে থাকি তাহলে এবার তৃণমূল কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে জিতবে।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চার দফা ভোটের দিন একের পর এক কেন্দ্র ঘুরে দেখেছি, মাইলের পর মাইল কোথাও গেরুয়া ক্যাম্প অফিস উধাও। কোথাও চোখে পড়েনি বিজেপি কর্মীরা, অধিকাংশ বুথে ছিল না এজেন্ট। বেলা বাড়তেই অধিকাংশ কেন্দ্রে বিজেপি নেতারাও ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। বস্তুত দিল্লির সর্বাত্মক সমর্থন হওয়া সত্ত্বেও গেরুয়া পার্টির যে এমন করুণ পরিস্থিতি হবে তা ভাবতে পারেনি পদ্মশিবির। উল্টোদিকে সাধারণ মানুষ ‘স্বাস্থ্যসাথী-সবুজ সাথীর’ টানে দলবেঁধে সটান বুথে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছেন। ভোটের দিনের চিত্র স্পষ্ট করে দিয়েছে, মহিলা ভোটাররা বুথে গিয়ে একটাই কথা বলেছেন, ‘‘বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়।” তিন দফার ভোট নিয়ে স্বয়ং জননেত্রীর মূল্যায়ণ, “অমিত শাহ যা ভবিষ্যৎবাণী করেন, সব ভুল প্রমাণ হয়। উনি ভিত্তিহীন কথা বলেন। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বলেছিলেন ৬৫ পাব, বিজেপি পেয়েছে ১৫। ছত্তিশগড়ে বলেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হব, ৮১-র মধ্যে পেয়েছে ২৫। দিল্লিতেও যা বলেছেন, উল্টো হয়েছে। বাংলায়ও তাই হবে। যে ৯১ আসনে ভোট হয়েছে তাতে তৃণমূলের ধারেকাছে বিজেপি নেই।” দলে দলে মানুষ জোড়াফুলের সমর্থনে ভোট দিতে নামায় আতঙ্কিত বিজেপি নেতারা। উদ্বিগ্ন গেরুয়া নেতারা তাই জোট বেঁধে এবার মিথ্যা কথা বলছেন, কুৎসা-অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেরুয়া কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে লাগাতার মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন বলে দাবি করছেন জননেত্রী। জনসভায় প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জননেত্রী বলেছেন, “আমি অনেক ভোটেই জিতব। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে বলব, আপনি আপনার হোম মিনিস্টারকে আগে কন্ট্রোল করুন। আমি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতব। আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলব।” দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন,“বিজেপিকে বিশ্বাস নেই। আমরা জিতছি জেনে এবার ইভিএম বদলে দিতে পারে। ২৪ ঘণ্টা পাহারা দিতে হবে।” লোকসভা ভোটের ফলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে উত্তরবঙ্গের জনসভায় জননেত্রী বলেন, “বিজেপিকে জিতিয়ে কী পেলেন। কাজ যদি চান এই দিদিই করবে। আমি সুখের দিনে থাকতে না পারি দুঃখের দিনে থাকব। আমি আপনাদের পাহারাদার। ঘরের মেয়ে। বিজেপির মতো কালকেউটে নই। আমায় রাখলে আপনাদের লাভ হবে। আমি ছিলাম, আছি, থাকব।”

জননেত্রী প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন, “রায়দিঘিতে ভোটের দিন এক হাজার টাকার কুপন দিয়েছে। টাকা বিলানো হচ্ছে। পুলিশ নীরব। ভোট এলে পুলিশ বিজেপি হয়ে যায়। আরামবাগে তফসিলি প্রার্থী সুজাতাকে মারল। পুলিশ কিছু করেনি। সব নজর রাখছি। আমি তাদের দেখে নেব।” মহিলা কর্মীদের বার্তা দিয়ে তিনি বলেছেন, “ভোট দিতে বাধা দিলে সিআরপিএফকে ঘেরাও করুন। তবে ঘেরাও পরিস্থিতি অনুযায়ী। তাদের সঙ্গে কথা বলুন। বাকিরা ভোটটা চালু রাখুন। বিজেপির টাকায় বিক্রি হবে এমন এজেন্ট আমার চাই না।” তৃণমূলনেত্রী দাবি করেছেন, “আমার এক স্লোগানে বিজেপি নেতাদের রাতের ঘুম চলে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আমায় যত ভ্যাঙাচ্ছেন, ৫০টা করে তৃণমূলের ভোট বাড়ছে।”

কলকাতার প্রথম প্রচারে নেমে যাদবপুর ও টালিগঞ্জে দুই বিশাল জনসভা করেছেন জননেত্রী। উপচে পড়া ভিড়ে দুই সভায় জননেত্রী বলেন, “বিজেপি এলে সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে। অসমে ১৪ লক্ষ বাঙালির দশা হবে।” পরে যাদবপুর টালিগঞ্জেও মমতা বলেন, “সব উদ্বাস্তু কলোনিকে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছি। সবাই নাগরিক। বিজেপি কি মানুষকে নাগরিকত্ব দেবে? যিনি ভোট দিলেন, যিনি একটা চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, সবাই নাগরিক। আমি আপনাদের পাহারাদার। কেউ উচ্ছেদ হবে না।”

গেরুয়া শিবিরের ধর্মীয় মেরুকরণে নিয়ে দফায় দফায় সতর্ক করে জননেত্রী বলেছেন, “নন্দীগ্রাম আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি ভাবতে পারিনি এই জিনিস করতে পারে। শঙ্খধ্বনি আর আজানে সুর দিয়ে নন্দীগ্রামের মানুষ জমি আন্দোলন করেছিল। একসঙ্গে বসবাস করে তারা। মুসলিমের বাড়িতে হিন্দুরা চা খেতে যায়। মুসলিমরা হিন্দুর বাড়িতে যায়। এতটাই উন্নত সংস্কৃতি।” শুধু নন্দীগ্রাম নয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিজেপি ধর্মীয় রাজনীতির খেলা খেলছে বলে অভিযোগ করেন জননেত্রী। বলেন, দুই চব্বিশ পরগনাসহ বেশ কিছু জেলায় মেরুকরণে রাজনীতি হচ্ছে। তিনি বলেন, “কেন এটা হবে? মানুষে মানুষে ভেদ হয় নাকি। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তাড়া করলে সামনে মুসলিমের বাড়ি থাকলে আপনি সেখানে আশ্রয় নেবেন না? বন্যার জল যখন ঢোকে, আমফান ঝড় হয়, হিন্দু-মুসলমান সবারই ক্ষতি হয়।” বিজেপি নেতাদের কেন বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করছেন তার তথ্য তুলে ধরে একের পর এক সভায় ব্যাখ্যা করেন জননেত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, “উনি আমায় যা ইচ্ছা বলতে পারেন। কিন্তু সোনার বাংলা উচ্চারণটা ঠিক করুন। সোনাকে ‘সুনা’, বাংলাকে ‘বঙ্গাল’ বলা বন্ধ করুন। এটা রাজ্যের অপমান।” বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন, “বাংলার সংস্কৃতি জানে না অপদার্থ আপদ যত এসেছে। আমরাও হিন্দু। ওদের সঙ্গে আমাদের ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের হিন্দুত্ব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর। ওদের ভাগাভাগির।”

কালচিনির জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

> বাংলা গুজরাত হবে না
>
> যত শোকজ করুক বিজেপির বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হতে আমি বলবই
>
> এই নির্বাচন বাংলার ইজ্জত বাঁচানোর নির্বাচন
>
> প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যেকদিন নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করছেন, ভাগাভাগির রাজনীতি করছেন
>
> মা-বোনেদের ভয় পাচ্ছে বলেই ওরা গুণ্ডামি সন্ত্রাস চালাচ্ছে
>
> রবীন্দ্র-নজরুল-নেতাজির বাংলায় দুর্বৃত্তদের স্থান হবে না

ফালাকাটার জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গেরুয়া সন্ত্রাস

বাংলায় কোনও নির্বাচন এলেই সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা করে আসছে বিজেপি ও বিরোধীরা। এবার পরিস্থিতি আরও সঙ্গিন। বহিরাগত নেতারা বাংলায় ঢুকে উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছেন। সর্বত্র একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। বাংলায় এই বিধানসভা নির্বাচনে যেভাবে হচ্ছে তা আমরা কখনও দেখিনি। একটিকে কেন্দ্রের শাসক দলের হাতে থাকা প্রচন্ড ক্ষমতা, তাদের ঝুলিতে থাকা লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকা। কমিশনের উপর প্রভাব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা আধাসামরিক বাহিনীর পক্ষপাতিত্ব। এই সবকিছুর বিরুদ্ধে এই ভোটে প্রচন্ড প্রতাপে লড়াই করছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলায় বহিরাগতদের রুখতে লড়াই করছেন বাংলার সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। প্রথম তিন দফার ভোটেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। একটি করে দফার ভোট সম্পন্ন হচ্ছে, আর বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠছে। বিজেপি ততই বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের লোভ দেখানো হচ্ছে। নতি স্বীকার না করলে ভয় দেখানো হচ্ছে। বিজেপির নেতারা বাইরে থেকে এসে উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়ে চলে যাচ্ছেন, তারপরই ওই দলের কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয় মারধোর করছে, হুমকি দিচ্ছে। তাদের নির্যাতন থেকে বাদ যাচ্ছেন না বাড়ির বিষকরাও। জায়গায় জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথীরা, বুথ এজেন্টরা। ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের ভোটারদের। বাধা দিচ্ছে বিজেপি। তাদের দোসর কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। একটি বিশেষ দলকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করছে। মানুষকে ভয় দেখছে। নির্বাচন কমিশন এর নীরব দর্শক। কেউ ভয় পাবেন না। নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যান। ভোট দেয় আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। বস্তুত, এবার বিধানসভা নির্বাচনে একদিকে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাহিনী নিয়ে, আর অন্যদিকে সমস্ত বিরোধী। তবু তাঁরা জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছে না। কারণ, জননেত্রীর প্রতি মানুষের ভালোবাসার কাছে তাঁরা হেরে যাচ্ছেন। আর তাই তাঁরা সন্ত্রাসের, জোচ্চুরি, অসত্য রটনার দিকে মন দিয়েছেন। কিন্তু, চিরকাল সত্যেরই জয় হয়েছে। এবারও হবে। বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে তৃতীয় মা-মাটি-মানুষের সরকার গড়বেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও সমৃদ্ধ বাংলা, আরও আলোকজ্বল বাংলা গড়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিতে চান, কেন্দ্রের নীরব থাকা রহস্যজনক

তীর্থ রায়

বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতি করে চলেছে বিজেপি। বাংলাকে তারা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও বঞ্চনা করার চেষ্টা করছে। দেশের জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনার শুরু থেকে মানুষের পাশে রয়েছেন। যখন বিজেপি নেতাদের ত্রিসীমানায় দেখা যাচ্ছিল না, তখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। করোনায় এরাজ্যের মানুষকে যতটা সহযোগিতা করা সম্ভব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেছেন। এই রাজ্যে করোনার ক্ষেত্রে যে সরকারি পরিষেবা পাওয়া গিয়েছে তা দেশের অন্য কোথাও কল্পনা করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে করোনা চিকিৎসার পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে করোনার সেরা চিকিৎসা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই রাজ্যে করোনাকে সবচেয়ে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। করোনার মৃত্যুহার এই রাজ্যে অন্য সব রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ বাইরে থাকেন। আমরা সবাই জানি, দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়ে বাইরে থেকে আসা মানুষের মধ্যে দিয়ে। রাজ্য সরকারের তৎপরতায় পশ্চিমবঙ্গে করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। মহারাষ্ট্র বা কেরলের মতো রাজ্যও যেটা পারেনি পশ্চিমবঙ্গ সেটা করে দেখিয়েছে। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। করোনার ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী সচেষ্ট হয়েছিলেন, দ্রুত এ রাজ্যের মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিতে। তিনি সবার আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিতে চান।কেন্দ্র যদি ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে রাজ্য তা কিনে নিয়ে মানুষকে দেবে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার রাজ্যের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে দেয়নি। করোনার ভ্যাকসিন এখনও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারই ঠিক করছে কোন রাজ্য কত ভ্যাকসিন পাবে। বাংলা কেন্দ্রের কাছে পয়সা দিয়ে কিনতে চেয়েও যে ভ্যাকসিন চাহিদা করেছিল তার এককণাও পায়নি। ভোটে রাজনৈতিক ফায়দা তুলবে বলে ভ্যাকসিন বণ্টনের বিষয়টি কেন্দ্র এখনও নিজের হাতে রেখে দিয়েছে। এখন ভ্যাকসিন নিয়ে গোটা দেশে কী চলছে তা মানুষ দেখতে পাচ্ছে। ভ্যাকসিনের অভাব দেখা দিয়েছে রাজ্যে রাজ্যে। কেন্দ্র ভ্যাকসিন বণ্টনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক বৈষম্যের নীতি নিয়ে চলছে। কিছু রাজ্যকে বেশি ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে, কোথাও কোথাও সংকট তৈরি করা হচ্ছে। দেশের ভ্যাকসিনের চাহিদা না মিটিয়ে কেন্দ্র সরকার নিজেদের ভাবমূর্তি গড়ার স্বার্থে তা বিদেশে পর্যন্ত রফতানি করছে। ভ্যাকসিন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজনীতি চালাচ্ছে তা ভ্যাকসিন কূটনীতি হিসেবেও পরিচয় পেয়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিনের সঙ্গে যেহেতু মানুষের বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে তাই ভ্যাকসিন নিয়ে কেন্দ্রের এই রাজনীতি অনভিপ্রেত। ভ্যাকসিন বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একটি সুষম নীতি নিয়ে চলাই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কেন্দ্র সেই পথে হাঁটতে চায় না। রাজ্য নিজের পয়সায় ভ্যাকসিন কিনে নিয়ে বিনামূল্যে তা রাজ্যবাসীকে যখন দিতে চেয়েছিল তখন কেন্দ্র কেন সেটা মেনে নিল না, তার সঠিক জবাব নেই। রাজ্য যদি কেন্দ্রের কাছ থেকে ভ্যাকসিন পেত তাহলে এতদিনে এই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন চলছে। ভোটের আগে রাজ্যের বেশিরভাগ অংশের মানুষ ভ্যাকসিন পেলে অনেক উপকার হত। ভোটের সময় সংক্রমণ ছড়ানোর একটা আশংকা থেকে যায়। রাজ্যে ইতিমধ্যে সংক্রমণ বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিন এই সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সফল হতে পারত। রাজ্য যদি সব মানুষকে ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দিতে পারে তাহলে তাতে কেন্দ্রের আপত্তি থাকবে কেন? কেন্দ্রের তরফে রাজনীতি করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। কেন্দ্র চায় না দেশের মানুষ দ্রুত করোনার ভ্যাকসিন পাক। কেন্দ্র করোনাকে জিইয়ে রেখে ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতি চালিয়ে যেতে চায়। রাজ্যের প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে সবাই ধিক্কার দিক।

বাহিনীকে দিয়ে মানুষকে রোখা যাবে না : অভিষেক

‘ভোটেই জবাব দেবে বাংলা’

খেলা হবে। আর হচ্ছেও। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে মানুষকে রোখা যাবে না। চতুর্থ দফার ভোট প্রচারে একের পর এক ভিড়ে ঠাসা জনসভা থেকে এই বার্তাই দিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যজুড়ে সভা করছেন যুব তৃণমূল সভাপতি। আর প্রতিটি সভাতেই ঠাসা ভিড়। আর এই ভিড়ের চিত্রই জানান দিচ্ছে আগামী ২ মে গোটা রাজ্যের ছবিটা কেমন হতে চলেছে। কিন্তু জোর করে বাংলা দখলের খেলা চলছে। রাজনৈতিকভাবে না পেরে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না। কারণ এই বাংলায় বহিরাগতদের কোনও স্থান নেই। বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। আর এই ঘৃণ্য রাজনীতি তথা কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে মানুষকে ‘ভোটেই জবাব’ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ বা উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ঝটিকা সভায় কোথাও তাঁর সঙ্গী ছিলেন সোহম-সায়ন্তিকা, কোথাও স্থানীয় নেতারা। প্রতিটি সভা থেকে ঝাঁজালো বক্তব্য রেখে যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বলেন, “কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে অনেক অত্যাচার করিয়েছে। মাথা নত করব না। আপনাদের এক একটা ভোট বিশ্বাসঘাতক আর বহিরাগতদের এক একটা চড়ের সমান।” এই বক্তব্য শুনেই জনতা যখন আওয়াজ তুললেন, ‘খেলা হবে।’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেই সুরে বললেন, “খেলা তো হবে ২ মে-র পর। আগে পদ্মফুল উপড়ে ফেলা হবে, তারপর খেলা হবে।” বজবজের রোড শোয়ে ভিড় দেখে আপ্লুত সাংসদ বলেন, ‘পাগলা খাবি কী, ঝাঁজে মরে যাবি। মিছিলের কোথায় মাথা, কোথায় লেজ!’ দলীয় প্রার্থী অশোক দেবের সমর্থনে গাড়ির উপর দাঁড়িয়েই বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন “এখানেই আরেকটি রাজনৈতিক দলের রোড-শো হয়েছিল। যে ভিড় হয়েছিল চায়ের দোকানে পাড়ার সরস্বতী পুজোর বিসর্জনে তার থেকে বেশি ভিড় হয়। দূরবিন দিয়ে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরা নাকি বাংলা দখল করবে।”

উত্তরবঙ্গের সভা থেকেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, “আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে তৃণমূল তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে।” তাঁর অভিযোগ, বিজেপি-র কাজ শুধু ভাঁওতাবাজি, মিথ্যা কথা বলা। মানুষের জন্য বিজেপি কাজ করে না। ভাঁওতা দিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দশ বছর সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছেন। আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে দলীয় প্রার্থী লুইস কুজুরের সমর্থনে অভিনেতা সোহম ও সায়ন্তিকাকে সঙ্গে নিয়ে জনসভা করেন যুব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি। খোয়ারডাঙা জলনেশ্বরী হাই স্কুলের মাঠে ভিড়ে ঠাসা জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, “রাজ্যে তৃণমূল সরকার তৈরি হলে বাড়ি বাড়ি রেশন পৌঁছে দেওয়া হবে। কাউকে আর লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন নিতে হবে না।”

তুফানগঞ্জের বোচামারিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রণবকুমার দের সমর্থনে সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোচবিহারে এসে ঘোষণা করেছেন, নারায়ণী সেনার ব্যাটালিয়ন করা হবে। অথচ স্বরাষ্ট্র দফতর আরটিআই-এর জবাবে জানিয়েছে, এমন কোনও পরিকল্পনা নেই। কাজেই বিজেপি যে শুধুমাত্র ভাঁওতাবাজি করছে সেটা প্রমাণিত।”

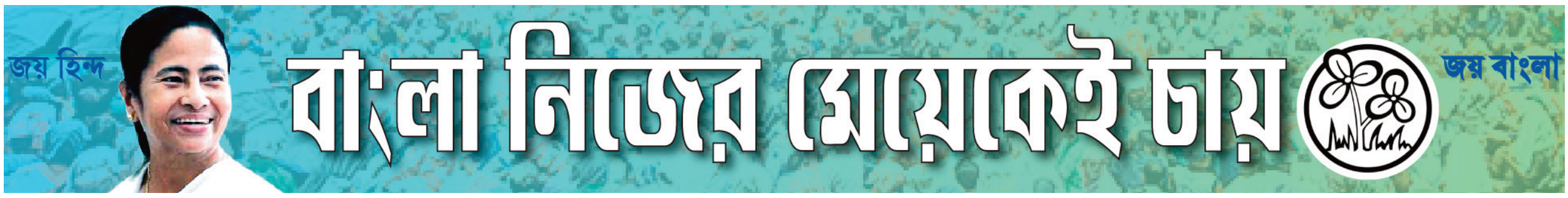

কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ করছে কেন্দ্র, কড়া সমালোচনা জননেত্রীর

আক্রান্ত দুই তৃণমূলকর্মীর মৃত্যু

জাগো বাংলা প্রতিনিধি: শেষ তিন দফা ভোটের আঁচ বলে দিচ্ছে ফলাফল কোন দিকে গড়াচ্ছে। মা-মাটি-মানুষের দল এই তিনটি দফায় দারুণ ফল করছে। সেই খবর কেন্দ্রের শাসক দলের কাছে চলে গিয়েছে। ঠিক এই কারণেই কলকাতায় বসে কমিশনকে নানারকম নির্দেশ দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য প্রশাসনকে কায়েম করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইতিমধ্যে এই নিয়ন্ত্রণের নিদর্শন মিলেছে। দেড় হাজারের বেশি অভিযোগ জানিয়েছে রাজ্যের জনগণের দল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু মাত্র তিনটি চিঠির জবাব দিয়েছে। কার নির্দেশে এসব হচ্ছে একটি শিশুও বলে দিতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নানা উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন। অথচ কোনও পদক্ষেপ নেই। কমিশন মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে। এই পক্ষপাতিত্বের মুখোশ টেনে খুলে প্রশ্ন তুললেন জনতার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বললেন, প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি করছেন, তাঁকে ক'টা শো-কজ করা হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহে টানা প্রচার চলছে নেত্রীর। ভাঙা পায়েই চলছে প্রচার। জনসমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে জনসভা। মানুষের পর মানুষ। তিলধারণের জায়গা নেই। এই হাওড়া, হুগলি, তো এই দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই দক্ষিণ কলকাতা, তো এই বর্ধমান। আবার মাঝে ক'দিন উত্তরবঙ্গ। প্রতিটি সভা থেকে নেত্রী তোপ দেগেছেন কমিশনের এই ভূমিকা নিয়ে। প্রত্যেককে একজোট থাকতে বলে নেত্রীর বার্তা, "আমি হিন্দু, মুসলিম, শিখ, তফসিলি, আদিবাসী সবার সঙ্গে রয়েছি। সবাইকে একজোট হয়ে বিজেপিকে হারাতে বলছি। নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী যে মুসলমানদের পাকিস্তানি বলল, তার বিরুদ্ধে কটা ব্যবস্থা কমিশন নিয়েছে।" আরও একটি সভা থেকে তিনি বলেছেন, "আমার দুর্ভাগ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আমরা বিচার পাচ্ছি না। বিজেপি সব এজেন্সি কিনে নিয়েছে।"

প্রথম দফার ভোটের দিন সাম্প্রদায়িক দল আর হার্মাদদের যৌথ হামলায় মারাত্মক জখম হয়েছিলেন বহুদিনের একনিষ্ঠ কর্মী রবীন্দ্রমাথ মান্না। নেত্রী একটি সভা থেকে সেই ঘটনার কথা বলেওছিলেন। নন্দীগ্রামের বয়াল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই কর্মী মারা গিয়েছেন। কার কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার জন্য? এই ঘটনা নিয়েও কোনও উদ্যোগ নিতে নিশ্চয়ই নিষেধ করা হয়েছে কমিশনকে। তাই তার আর কোনও হালহকিকত জানা যায়নি। খানাকুলেও মৃত্যু হয়েছে আরও এক কর্মীর।

একদিকে কমিশনকে নির্দেশ দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্যদিকে, বারবার নানারকম মিথ্যা বলে ভোটের ফল নিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে সকলের সামনে মানুষের বিভ্রান্তি দূর করে দিয়েছেন জননেত্রী। বলেছেন, "অমিত শাহ যা বলেন, ভুল প্রমাণ হয়। প্রথম দু' দফায় আমার মাইনাস জায়গা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরে ওদের ঘ্যাচাং ফু করে দিয়েছি। আমি যদি বাংলার মাটি বুঝে থাকি, বাকি পর্বগুলোতে মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেবে। দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা আমরা পাব।" আরও বলেছেন, "ওরা ভেবেছিল আট দফা ভোটে মমতার দফা রফা করবে। কিন্তু মানুষ ওদের হারিয়ে দিচ্ছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি, বাংলাকে গুজরাত হতে দেব না। যদি এখনই গণ আদালতের রায় নেওয়া হয়, তৃণমূলের ক্ষমতায় আসা কেউ আটকাতে পারবে না।"

কমিশনকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে বস্তুত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের নির্দেশ কায়েম করার চেষ্টা করছেন। কমিশনকে যা নির্দেশ দিচ্ছেন তাই হচ্ছে। সে কথাই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। নন্দীগ্রামের বয়ালের বুথে না পৌঁছলে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট লুঠ হত। সে খবর পেয়েছিলেন নেত্রী। সুষ্ঠুভাবে ভোট যাতে পরিচালনা করা যায়, বুথের পাশে বসে কিছুক্ষণ তা নিজে দেখেছেন নেত্রী। অথচ মানুষকে ভুল বোঝাতে কেন্দ্রের শাসকদলের নেতারা বলছেন নন্দীগ্রামে তাঁদের জেতার কথা। ক্রমাগত এই মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। নেত্রী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, "নন্দীগ্রামে আমি ভালভাবেই জিতছি। তবে অনেক ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। সারারাত অত্যাচার চালিয়েছে। আমি যদি বয়ালের স্কুলে তিন ঘণ্টা বসে না থাকতাম, একশো বুথ দখল করত।"

এর মধ্যেই শুধুমাত্র নন্দীগ্রাম থেকেই অভিযোগ পড়েছে ৬৩টি। অন্যদিকে, এ পর্যন্ত কড়া কড়া বিষয় নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে দেড় হাজার অভিযোগের কথা জানিয়েছে তৃণমূল। বাংলাদেশের ভিডিও নিয়ে গান তৈরি করে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন সাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীরা। তাদের দলের ভিনরাজ্যের নেতারা রাজ্যে প্রচারে এসে কোনওরকম কোভিডবিধি মানছেন না। রাজনৈতিক সভায় এমনিতেই ভিড় হয়। কিন্তু তাদের নেতাদের মধ্যে অনেকেই করোনা আক্রান্ত। তার পরও বাকিরা কেউ সাবধান হচ্ছেন না। সতর্কতা নিচ্ছেন না। অবাধে মানুষের মধ্যে মিশছেন। এ নিয়েও কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে। প্রতিটি সভা থেকে এই সত্যি কথাটাই বলে দিয়েছেন নেত্রী।

আরামবাগের আরান্ডি গ্রামে বাঁশ দিয়ে মাথায় আক্রমণ তৃণমূলপ্রার্থী সুজাতা মণ্ডল খাঁকে।

বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই করছেন মমতা, তৃণমূলের প্রচারে জয়া বচ্চন

রোড শোয়ে বিপুল সাড়া, জনতার ঢল

তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে টালিগঞ্জে রোড শোয়ে সমাজবাদী পার্টির নেত্রী জয়া বচ্চন। সোমবার।

রোড শোয়ে জয়া বচ্চন। চুঁচুড়ায় তৃণমূল প্রার্থী অসিত মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার বিকেলে।

দমদমে ব্রাত্য বসুর প্রচারে জয়া বচ্চন।

জাগো বাংলা সংবাদদাতা: টলিপাড়া থেকেই মা-মাটি-মানুষের দলের জন্য প্রচার শুরু করে দিলেন ধন্যি মেয়ে। আর নেমেই হুইসল বাজিয়ে দিলেন। মনে করিয়ে দিলেন বাংলা সিনেমার অতি পরিচিত সেই দৃশ্য। আর যখন প্রচার তিনি শুরু করলেন তখন 'খেলা হবে' স্লোগানে বাংলা মুখরিত। সেই পর্বেরই পরিপূর্ণতা আনলেন জয়া বচ্চন।

এই রঙিন প্লট দেখতে দেখতেই মনে পড়বে তাঁর পুরনো সব ছবি। ছবি এখন আর স্বাভাবিকভাবেই মিলবে না। বয়স বেড়েছে। কিন্তু ঝাঁজ সেই ধন্যি মেয়েরই। প্রথমে ঠিক ছিল ৮ তারিখ পর্যন্ত প্রচার করবেন তিনি। কিন্তু তাঁকে দেখতে চেয়ে যে পরিমাণে অনুরোধ আসছে, তাতে আরও একাধিক কেন্দ্রে তিনি নিজে থেকেই যেতে চেয়েছেন দলের প্রার্থীর প্রচারে। আপাতত ১১ তারিখ পর্যন্ত তিনি বঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে থাকছেন।

দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে প্রচার শুরু করে কখনও চুঁচুড়া, কখনও বারাসত, কখনও কামারহাটি, কখনও পানিহাটি— নানা জায়গায় প্রচারে যাচ্ছেন জয়া। যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই প্রবল জনসমর্থন জনজোয়ারে পরিণত হচ্ছে। তাঁকে ঘিরে মানুষের উচ্ছ্বাস উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

গত ৪ এপ্রিল কলকাতায় পা রেখেছেন জয়া। পরদিন থেকেই প্রচার। তবে তার আগে এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে জয়া মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর লড়াইকে সেলাম ঠুকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যের সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই লড়ছেন। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলে আরও বেশি উন্নতি হবে।" দিল্লির সাম্প্রদায়িক শাসকদল জননেত্রীকে সহ্য করতে পারছে না। তার কারণ তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন নেত্রী। তাদের উদ্দেশে তাই জয়ার বক্তব্য, "বাকি যারা মমতাজিকে পছন্দ করেন না, ওঁকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলেন, তাঁদের জন্য কী বলব? লজ্জা লজ্জা।"

প্রচারের প্রথম দিনই জয়া বলে দিয়েছেন তিনি কেন এসেছেন। দীর্ঘকাল মুম্বই নিবাসী হয়ে তিনি প্রবাসী বাঙালি হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু নির্মেদ বাংলা উচ্চারণে বাঙালি আচরণে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি বাঙালিই। কেন্দ্রের শাসকদলকে নিশানায় রেখে তিনি তাদের ধর্মে ভেদাভেদের রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বলেছেন, "আমার থেকে আমার ধর্ম কেড়ে নিও না। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিও না।"

তৃণমূল ভবনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ছিলেন এ রাজ্যে তাঁর দল অর্থাৎ সমাজবাদী পার্টির ক'জন কর্মীও। তার পর জয়া শুরু করেন নিজের পরিচয় দিয়ে। বলেন, "আমার নাম জয়া বচ্চন। তার আগে আমার নাম জয়া ভাদুড়ী ছিল। আমার বাবার নাম তরুণকুমার ভাদুড়ী। আমরা প্রবাসী বাঙালি। কিন্তু বাঙালি।" বাঙালিকে দমিয়ে দিতে দিল্লির সরকার বাংলায় এসে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তা তারা পারবে না বলে বার্তা দিয়েছেন জয়া। তাঁর কথায়, "এখানে অভিনয় করতে আসিনি। আমার পার্টির লিডার অখিলেশ যাদব আমাকে বললেন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করছি। তাদের সমর্থনে আপনি যাবেন। আর মমতাজিকে ধন্যবাদ জানাই এখানে ডাকার জন্য।" বলেছেন 'মমতাজিকে ভালবাসার জন্য' তিনি এসেছেন।

এর পরই টানা ইংরেজিতে জননেত্রীর লড়াই সম্পর্কে জয়া বলে চললেন, "রেসপেক্ট ফর আ সিঙ্গল উওম্যান, ফাইটিং এগেনস্ট অল অ্যাট্রসিটিস। হেড ব্রোকেন, লেগ ব্রোকেন। বাট দে হ্যাভ নট বিন অ্যাবল টু ব্রেক হার হার্ট অ্যান্ড হার ব্রেন। অ্যান্ড হার ডিটারমিনেশন টু মুভ অ্যাহেড অ্যান্ড মেক বেঙ্গল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।" যার মোটামুটি অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে, একজন মহিলা লড়ছেন সমস্ত হিংসার বিরুদ্ধে। তাঁর মাথায় চোট, পা ভাঙা। কিন্তু তারা তাঁর হৃদয় আর মগজটাকে নষ্ট করতে পারেনি। আর পারেনি বাংলাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার একাগ্র চেষ্টাকে।

বাংলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক গভীর। রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন উদ্ধৃত করতে গিয়ে সহজ উচ্চারণে তাঁকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করলেন। যা একজন প্রকৃত বাঙালির সংস্কৃতির নিগূঢ় পরিচয়। যা তাঁর আজন্মলালিত বাঙালিয়ানার পরিচয় বহন করে, তিনি প্রবাসী হলেও। যে একতার বার্তা বারবার জননেত্রীর মুখে শোনা যায়, তেমনই বার্তা দিয়ে জয়া বলেছেন, "বাংলার মাটি বাংলার জল লেখাটা থেকে দুটো লাইন আমার খুব ভাল লাগে, 'বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান'।"

জনবিচ্ছিন্ন বুঝেই বাহিনীকে নিয়ে সন্ত্রাস বিজেপির

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : কেন্দ্রীয় বাহিনী আর গুন্ডাদের দিয়ে তৃতীয় দফা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস চালাল বিজেপি। হারের ভয়ে তৃণমূল প্রার্থী থেকে কর্মী সকলের উপর হামলা চালানো হয়েছে। জায়গায় জায়গায় আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের বাড়ি-ঘরও ভেঙে দেওয়া হয়। বহু সাধারণ মানুষকে ভোটের দিন ঘর থেকে বেরোতেই দেয়নি গেরুয়া পার্টির লোকজন। কেন্দ্রীয় বাহিনীও ছিল কার্যত নীরব দর্শক। আরামবাগ থেকে খানাকুল, গোঘাট সর্বত্রই ভোটের দিন হিংসা ছড়াল কেন্দ্রের শাসক দল। রক্তাক্ত হলেন তৃণমূল প্রার্থীরাও। আরামবাগে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলকে বাঁশ, লাঠি, লোহার রড দিয়ে মারা হয়। প্রাণ হাতে করে মাঠের আল বেয়ে ছুটে বাঁচেন তিনি। আধলা ইট ছুড়ে ভেঙে দেওয়া হয় তাঁর গাড়ির কাচও। হামলা হয় উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী নির্মল মাজির উপর। ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ক্যানিং পূর্বে ভোটের দিন শুরু থেকেই একাধিক জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত হিংসার খবর আসতে থাকে। অভিযোগ আসে জীবনতলায় কয়েকটি বুথ থেকে তৃণমূলের এজেন্টকে মেরে বার করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং বিজেপি গুন্ডাদের দিয়ে ভোট করাচ্ছে। হারের ভয়ে তারা গুন্ডামি করছে। সকাল থেকে আমাদের সমর্থক থেকে শুরু করে প্রার্থী সবাইকে পেটাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ওদের হয়ে কাজ করছে। প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলকে মারা হয়েছে। শওকত মোল্লাকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সিআরপিএফ ভোটারদের প্রভাবিত করছে। গণতন্ত্র লুণ্ঠন হচ্ছে।" তাই বিজেপির এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষকে এককাট্টা হওয়ার আহ্বান জানান জননেত্রী।

রাজ্যের ৩১ টি আসনে তৃতীয় দফা ভোটের দিন সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। হাতে ছিল লাঠি, লোহার রড, বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্রও। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে আসে তারা। কেউ রাস্তায় বেরোলেও তাঁকে বুথ অবধি পৌঁছতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই একাধিক বুথ দখল করে বাইরে থেকে আসা দুষ্কৃতীরা। যাদের কেন্দ্রের বিজেপি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল। ভোটের দিন সর্বত্রই একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়।

সবথেকে বড় ঘটনাটি ঘটে আরামবাগে। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল খাঁকে বাঁশ, লাঠি, লোহার রড দিয়ে মারা হয়। কোনওমতে মেঠো আলপথ দিয়ে ছুটে তিনি প্রাণে বাঁচেন। তারপর তাঁর গাড়ির উপরও হামলা হয়। একবার নয়, বারবার গেরুয়া দলের লোকজন তৃণমূল প্রার্থীকে হেনস্তা করে। মারা হয় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীকেও। আরামবাগের আরান্ডি মহল্লাপাড়ায় ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে— এই অভিযোগ পেয়ে সেখানে যেতেই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা রে রে করে তেড়ে আসেন তাঁর দিকে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রড দিয়ে তাঁকে মারা হয়। প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় বসে পড়েন সুজাতা। বলেন, "গ্রামবাসীরা আমাকে জানিয়েছিলেন, ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে বিজেপি। বুথ দখল করতে চাইছে ওরা। মহিলাদের ধর্ষণ করার, খুন করার হুমকি দিয়েছে। অভিযোগ পেয়ে আমি যখন ঘটনাস্থলে আসি, তখন আমার দিকে বাঁশ, ইট, রড নিয়ে তাড়া করা হয়। মারধর করা হয়েছে আমাকে। আমার কোমরে, ঘাড়ে আঘাত করা হয়েছে।" তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীও আক্রান্ত হন।

উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী মন্ত্রী নির্মল মাজি। তাঁর উপরও হামলা চালায় বিজেপির দুষ্কৃতীরা। বাধ্য হয়ে তাঁকে মাথায় হেলমেট পরে গোটা দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, "আমার মাথা লক্ষ্য করে ইট ছুড়েছে বিজেপি। এতে আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত। তাই হেলমেট পরেছি।" হেলমেটে তিনি রক্ষা পেলেও বিদায়ী মন্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে ইটের ঘায়ে আঘাত পেয়েছেন তাঁর দেহরক্ষী। এছাড়াও গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়া সর্বত্রই গেরুয়া ফেট্টিবাঁধা লোকজন সন্ত্রাস চালিয়েছে। আর আগেও প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার ভোটেও একই কায়দায় ভোট লুঠ করার চেষ্টা করেছিল গেরুয়াপার্টি। উত্তরপ্রদেশ-বিহার থেকে দুষ্কৃতী এনে এই বাংলায় সন্ত্রাস তৈরি করতে চাইছে তারা। তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে এককাট্টা হওয়ার আহ্বান জানান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরামবাগে হামলার সেই মুহূর্ত।

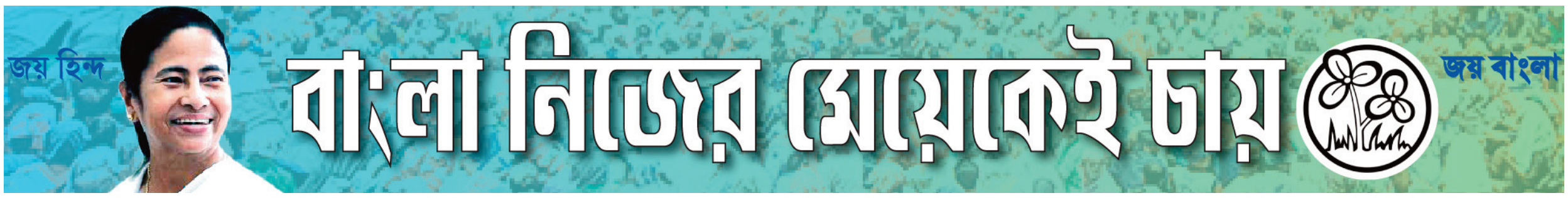

দিদির ১০ অঙ্গীকার

অর্থনীতি

অজস্র সুযোগ, সমৃদ্ধ বাংলা

- দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি
- ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে
- বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা

প্রতি পরিবারকে, ন্যূনতম মাসিক আয়

- বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহায়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)।

যুব

আর্থিক সুযোগ, সবল যুব

- বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে

খাদ্য

বাংলায় সবার, নিশ্চিত আহার

- খাদ্যসাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থা - এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহ।
- বার্ষিক ৫০টি শহরের ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনে ₹৫ করে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত আহার।

কৃষিকাজ ও কৃষি

বর্ধিত উৎপাদন, সুখী কৃষক

- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে।
- নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষ যোগ জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার
- প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য যথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে

শিল্প

শিল্পোন্নত বাংলা

- বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি
- ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে
- ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

স্বাস্থ্য

উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সুস্থ বাংলা

- স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%
- ২৩টি জেলা সদরে মেডিক্যাল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

শিক্ষা

এগিয়ে রাখতে, শিক্ষিত বাংলা

- শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্য জিডিপি-র ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%
- ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল
- শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

আবাসন

সবাই পাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্পমূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
- আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম।

বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

- আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত
- ২৪×৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে
- প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

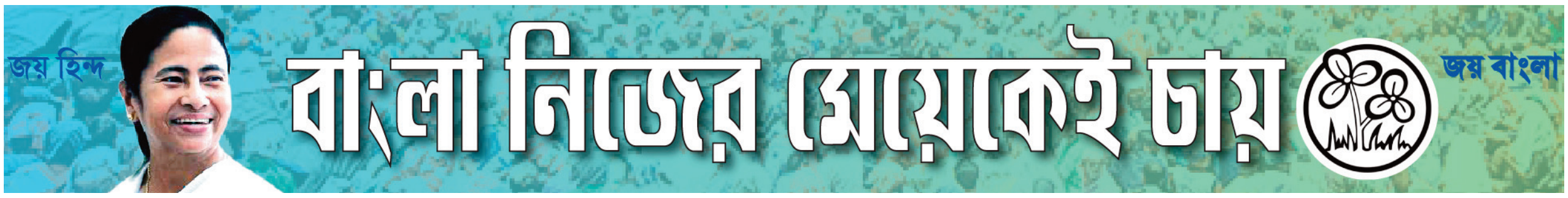

প্রচারে নানা মুহূর্তে জননেত্রী

১। ভাঙড়ের সভায় খেলা হবে স্লোগান তুলে বল ছুড়লেন তৃণমূলনেত্রী।
২। নন্দীগ্রামে বুথ পরিদর্শনের পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। টালিগঞ্জের ওয়্যারলেস মাঠের সভা। পাশে দুই প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস ও দেবাশিস কুমারকে নিয়ে জননেত্রী।
৪। হাওড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো। রয়েছেন প্রার্থী অরূপ রায়।
৫। বেহালা চৌরাস্তার সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। বর্ধমানে নির্বাচনী প্রচারে জননেত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫২। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমুল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 52. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**